

সামাজিক ন্যায়বিচারে জোর কেন্দ্রের কাশ্মীরা লাহিড়ী

১১ জুলাই : ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারে সমান প্রবেশাধিকারের অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই শুচিকর্মী সহ তথাকথিত অন্য পেশার মানুষদের সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারাকে অবহেলিত করে রেখেছিল বিজেপি বিরোধী শক্তিশূলি। সেই অচলায়তন কাটিয়ে, একদিকে যেমন দেশজুড়ে আঞ্চলিক ভাষায় আইনি শিক্ষার প্রসারে জোর দিচ্ছে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার, তেমনই অন্য পেশার মানুষদের জন্যও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। শুচিকর্মীদের পরিষেবাকে সম্মান জানাতে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একদিকে যেমন আগামী ১৪ জুলাই রবীন্দ্র সদনে তৃতীয় নমস্তে দিবস পালন করতে চলেছে, তেমনই কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের মধ্যে আইনি তথা সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রসারে জোর দিচ্ছে। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৫.২ শতাংশই অন্ত্যজ শ্রেণির। ভারতীয় ভাষায় আইনি শিক্ষার প্রসার এবং সাফাইকর্মীদের কল্যাণকে একসূত্রে বেঁধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কেন্দ্র সরকার। আইন ও বিচার মন্ত্রকের আইন বিষয়ক বিভাগ এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষায় আইনি শিক্ষার প্রসারের এক বিশেষ কর্মশালা। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় আইনি শিক্ষার

দ্বিতীয় পাতায়

ভারত-কিউয়ি সম্পর্কে নয় দিগন্ত মাওরি অভ্যর্থনার মধ্যেই নতুন সমীকরণ: পারস্পরিক নির্ভরতায় জোর দিতে উদ্যোগ

১১ জুলাই : নিউজিল্যান্ড সফরে শুক্রবার অকল্যান্ডের গভর্নমেন্ট হাউসে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের সঙ্গে বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদী। গভর্নমেন্ট হাউসে পৌঁছলে তাঁকে ঐতিহ্যবাহী মাওরি রীতিতে স্বাগত জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে শান্তি, সম্মান ও আতিথেয়তার প্রতীক হিসেবে প্রচলিত মাওরি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সীমিত পরিসর এবং প্রতিনিধিদল-স্তরে বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, কৃষি-প্রযুক্তি, ক্রীড়া, শিক্ষা, পর্যটন, সংস্কৃতি এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক-সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা হয়। বৈঠকে ভারত ও নিউজিল্যান্ড তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ‘কৌশলগত অংশীদারিত্ব’-এর স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। উভয় দেশই পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)-র দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি, ২০৩০ সালের মধ্যে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেন তাঁরা এবং বহুপাক্ষিক মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেন। আলোচনার পর দুই প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা, হাইড্রোগ্রাফি, ক্রীড়া, দুর্যোগ মোকাবিলা, দুগ্ধশিল্প, পর্যটন, সামুদ্রিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, খাদ্যপ্রযুক্তি এবং সমুদ্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত একাধিক সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি বিনিময়ের সাক্ষী থাকেন। এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের আয়োজিত ‘ইন্ডিয়া-নিউজিল্যান্ড: এ উইনিং পার্টনারশিপ’ শীর্ষক এক বিশেষ গালা মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষাজগৎ, প্রযুক্তি, ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন। স্বাগত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী লাক্সন ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করে পারস্পরিক সমৃদ্ধি অর্জনের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী দুই দেশের পারস্পরিক পরিপূরক শক্তি এবং দীর্ঘদিনের জন-জন সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত অংশীদারিত্বের স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এর ফলে চলমান সহযোগিতা আরও গভীর হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) দুই দেশের ব্যবসায়ী, যুবসমাজ এবং কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে, ২০৩০ সালের মধ্যে

কিউয়ি সফরের ফলাফল

- ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণের পরিকল্পনা
- নতুন ম্যারিটাইম সিকিউরিটি ডায়ালগ চালু।
- নিউজিল্যান্ডের ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভে যোগ।
- নাগাল্যান্ড ও উত্তরাখণ্ডে কিউইফুটের জন্য দুটি সেন্টার অব এক্সেলেন্স।
- ইন্ডিয়া-নিউজিল্যান্ড স্পোর্টস জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্য পূরণেও এটি সহায়ক হবে। গালা মধ্যাহ্নভোজের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী লাক্সন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত বিভিন্ন আধুনিক ক্রীড়া সরঞ্জাম পরিদর্শন করেন। তাঁরা নিউজিল্যান্ডের স্বনামধন্য ক্রীড়াবিদ এবং উচ্চমানের ক্রীড়া ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। দুই দেশের মধ্যে

শতবর্ষব্যাপী ক্রীড়া সম্পর্কের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই সফরে স্বাক্ষরিত ‘স্পোর্টস জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান’ ক্রিকেটের গণ্ডি পেরিয়ে ক্রীড়া সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করবে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের সঙ্গে একদল শিল্পপতি ও ব্যবসায়িক নেতার সঙ্গেও বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত ও নিউজিল্যান্ড গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা, বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি এবং টেকসই উন্নয়নের অভিন্ন অঙ্গীকারে আবদ্ধ। এই অভিন্ন মূল্যবোধই দুই দেশের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ভবিষ্যৎমুখী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। তিনি ভারত-নিউজিল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন, যা দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে নতুন গতি আনবে এবং বাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ, পরিষেবা, প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, ভারতের ধারাবাহিক উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দক্ষ ও তরুণ কর্মশক্তি, সম্প্রসারিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ডিজিটাল বিপ্লব, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং চলমান অর্থনৈতিক সংস্কার নিউজিল্যান্ডের সংস্থাগুলির জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি নিউজিল্যান্ডের বিনিয়োগকারী ও শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে ভারতের অবকাঠামো, বেসামরিক বিমান পরিবহণ, লজিস্টিকস, পরিচ্ছন্ন শক্তি, নগর পরিবহণ, জল ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল অর্থনীতির মতো ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। ভারতের দ্রুত বিকাশমান স্টার্ট-আপ পরিবেশের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের বেসরকারি ক্ষেত্রকে উদ্ভাবন, ফিনটেক এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দুগ্ধবিজ্ঞান, উদ্যানপালন এবং বনসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিউজিল্যান্ডের দক্ষতা এবং ভারতের বিশাল ভোক্তা বাজার, ফুড পার্ক ও কৃষি-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ একত্রিত হয়ে বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যশৃঙ্খল গড়ে তুলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্যবসায়িক মহলকে বিনিয়োগ

দ্বিতীয় পাতায়

তৃণমূল দিনে উচ্চশিক্ষার অন্তর্কথা

পরিসংখ্যান বনাম বাস্তব: বাংলার ক্যাম্পাসগুলিতে সেই সময় ঠিক যা যা ঘটেছিল... শেষ কিস্তি

**শিবাজী লাহিড়ী
ও ঋষি ঘোষ**

১১ জুলাই : ২০০০ সালের গোড়ার দিকে একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো’র একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। যাতে দেখা যায় দুর্নীতির প্রবণতা তথা কোরাপশন রেশিওতে শিক্ষকেরা বেশ কিছু অন্যান্য বৃত্তিজীবীকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। এ নিয়ে একটা শোরগোলও উঠেছিলো। এই ছবি ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হলেও পেশাগত সুযোগ নিয়ে বা পেশাগত সুযোগ পাওয়ার জন্য এত রকমের দুর্নীতি বিগত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখেছে যে সত্যযুগ হলে তাদের তৃতীয় নয়ন উন্মোচিত হয়ে যেত! ২০২২-২৩ ও ২৩-২৪ এর জাতীয় পরিসংখ্যান বলছে-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতের মতো বিষয়ে সারা দেশে আগ্রহ বাড়ছে। ইউনেস্কোর ভাষায় এর পোষাকি নাম স্টেম। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১.৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ১.০২ কোটিতে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে স্টেম ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ৩৮.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৪ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে ‘ল্যাব টু ল্যান্ড’এ অ্যাপ্রন পরিহিতারা চোখে লাগার মতো সুবিধা পেয়েছেন-এমন দাবি অতি বড়ো চাটুকারও করতে পারবেন না। উল্টে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কসবা ল কলেজের ম্যাসোদাদারা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বা আর জি করের মতো ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীনির্ঘাতনের উদাহরণ দিতে বসলে এই লেখা শুধু ঘটনার মালায় সেজে উঠবে-তাই আর বাড়ানো হলো না। তবে শুধু কি ছাত্রী, শিক্ষিকারাও এর বাইরে ছিলেন না। যে ছাত্রীটি কাতর হোয়াটসঅ্যাপে শিক্ষককে অনুরোধ করে-আমাকে আর এমন উপহার পাঠাবেন না, যার মোড়ক খুলে আমাকে সংকোচে ঝুঁকড়ে যেতে হয়...। আর যে শিক্ষিকা তৃণমূলের কার্টামনিখোর অধ্যক্ষের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেন, বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরের কর্মস্থলে যদি আমার কিছু হয়ে যায়, বাড়ির লোককে

জানিয়ে দয়া করে হিন্দুমতে আমার মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করবেন- তাঁরা দুজনেই কার্যত এক সমতলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সারা দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যাতেও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষক সংখ্যা বেড়ে ১৭.৩২ লক্ষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪.৯ শতাংশই মহিলা শিক্ষক। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৫.৬৯ লক্ষ, বর্তমানে তা বেড়ে ৭.৭৮ লক্ষে পৌঁছেছে। মূর্তিমান ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। নিয়োগ দুর্নীতিকে বিগত সরকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারায় শিল্পের মর্যাদা দিতে পেরেছিল। আর আইনের বাইরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল আমলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এতোই উপবিভাগ আছে যে, রাজ্য বাজেটের পরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত সংবাদমাধ্যমের সামনে বিব্রত ভঙ্গিতে মেনে নেন, এতো উপবিভাগ যে ছিলো-সেটা তাঁরও অভিজ্ঞতা ও হিসাবের বাইরে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান ক্ষমতাকেন্দ্র বিকাশ ভবনের ভাইরেন্টেরেট অংশটি পরিচালিত হয় একশ্রেণির

**তারি নিঃশব্দে, নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে
রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সদিস্কা
থাকলেও তৃণ আমলে রাজনীতির
যাঁতাকলেই পিষ্ট হয়েছে শিক্ষা। তৈরি
হয়েছে একের পর এক লবি। দাদা ও লবি-
এই দুইয়ের তাণ্ডবে কতশত শিক্ষার্থী যে
রাজ্যের বাইরে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে,
তার খবর রাখে কোন পোর্টাল।
উচ্চশিক্ষায় দাদাগিরি রোধে কড়া অবস্থান
নিচ্ছে রাজ্য। এই যা আশার কথা।**

আধা-অধ্যাপক আধা-আমলাদের দ্বারা, যাঁরা বিশ্বাস করেন না দক্ষিণে যাদবপুর বা উত্তরে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। যেখানে আজও প্রদীপের সলতে পাকানোর কাজটুকু হয়। ভুক্তভোগীরা বলেন- সেই ভবনে বাথরুম পূর্বতন সরকারের আমলে ছিল তিন রকমের- মেল, ফিমেল আর অফিসার্স। কারণ সহজেই অনুমেয়। ঐশী প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২-২৩ সালে নিবন্ধিত ৬০,৩৮০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৬,১৮০টি এবং ২০২৩-২৪ সালে ৬৪,৭৫৬টির মধ্যে ৫৯,৫৩৩টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমীক্ষায় অংশ নিয়েছে। উভয় বছরেই অংশগ্রহণের হার ৯০ শতাংশের বেশি। যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের মতে, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, নারী শিক্ষার অগ্রগতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং স্টেম শিক্ষায় বাড়তি অংশগ্রহণ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করছে। তবে , ঐশী একটি স্বেচ্ছাসেবী ও স্ব-প্রতিবেদনভিত্তিক সমীক্ষা হওয়ায় তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই পোর্টালে আপলোড করে। বিভিন্ন যাচাই ব্যবস্থা থাকলেও বৃহৎ সমীক্ষার স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা কিছু ক্ষেত্রে ফলাফলে সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এই নিয়মমাফিক সতর্কীকরণ সত্ত্বেও এই অভাগা রাজ্যের মুখরক্ষা হয় না...। জীবনানন্দের ভাষায়, সে যেন ‘নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তব্ধ’। আর এভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত শিক্ষা আর তার অগণ্য স্টেকহোল্ডার সবক্ষেত্রে ফেলের পর ফেল-পুনরাপি ফেল করে ক্লাস্ত হতে হতে হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে না; গলায় পাথর বেঁধে ডুবছে না; ভুয়ো প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে লুকিয়ে ঘুমের ওষুধ কিনছে না...। তারি নিঃশব্দে, নীরবে বাঁচা বন্ধ করে বসে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সদিস্কা থাকলেও তৃণ আমলে রাজনীতির যাঁতাকলেই পিষ্ট হয়েছে শিক্ষা। তৈরি হয়েছে একের পর এক লবি। দাদা ও লবি- এই দুইয়ের তাণ্ডবে কতশত শিক্ষার্থী যে রাজ্যের বাইরে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তার খবর রাখে কোন পোর্টাল। উচ্চশিক্ষায় দাদাগিরি রোধে কড়া অবস্থান নিচ্ছে রাজ্য। এই যা আশার কথা।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ রোধে পরিকল্পনা সরকারের

১১ জুলাই : রাজধানী দিল্লির বায়ুদূষণকে কেন্দ্র করে, ইতিপূর্বে বহুবার সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। আপ সরকারের আমল থেকেই যে বায়ুদূষণ গোটা দিল্লিকে গ্রাস করেছিল, বিজেপির নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসতেই, তা রোধ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যেই দিল্লির দূষণ রোধে সবুজায়নের প্রকল্প নিয়েছে রেখা গুপ্তের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। এবার, রাজধানীর সবুজায়ন এবং রিজ এলাকার পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বৃহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আয়ুষ্য প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে চিঠি লিখে এই প্রকল্পকে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিল্লি সরকারের প্রস্তাবিত ৭০ লক্ষেরও বেশি দেশীয় ও জলবায়ু-সহনশীল গাছ রোপণ, ৭০টিরও বেশি জলাশয়ের উন্নয়ন এবং প্রায় ৬,০০০ হেক্টর জমিকে বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপগুলি দিল্লির পরিবেশগত নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি নগরাঞ্চলের বায়ুদূষণ কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বিশেষভাবে তিনি ভিলায়তি কিকর ও বাবুলের মতো আগ্রাসী প্রজাতির গাছের পরিবর্তে পিপুল, বট, নিম, অর্জুন এবং জাম-সহ

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থা—এই দুই দেশকে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক নিউজিল্যান্ড সফর সেই সম্পর্ককেই এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিল। অকল্যাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সনের সঙ্গে বৈঠকের পর দুই দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের সম্পর্ককে ‘কৌশলগত অংশীদারিত্ব’-এর স্তরে উন্নীত করেছে। শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য নয়, এর মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের এই ঘনিষ্ঠতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা কার্যক্রম নিয়ে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশেষত, সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংলাপ প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক লজিস্টিক সহায়তার ব্যবস্থা দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। ভারতের জন্য নিউজিল্যান্ড কেবল একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ নয়; এটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত দ্রুতবর্ধনশীল

অর্থনীতি, বিশাল ভোক্তা বাজার এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। সেই কারণেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ২০৩০ সালের মধ্যে সাত বিলিয়ন নিউজিল্যান্ড ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দুই দেশের সহযোগিতা শুধুমাত্র অর্থনীতি বা প্রতিরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, পর্যটন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও সহযোগিতার নতুন পথ খুলেছে। তবে এই সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা রয়েছে— প্রবাসী ভারতীয় সমাজ। তারা দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সেতুবন্ধনের কাজ করছে। জনগণের মধ্যে এই আন্তরিক যোগাযোগই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্থায়ী ভিত্তি দেয়। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ভারত আজ নিজেকে শুধু একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নয়, বরং একটি দায়িত্বশীল বৈশ্বিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন সেই বৃহত্তর কূটনৈতিক কৌশলেরই অংশ। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে দুই দেশের সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ঘোষিত লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়িত হলে এই সম্পর্ক আগামী দশকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক সফল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই জোট নিঃসন্দেহে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ সৃষ্টি করবে।

ন্যয়বিচারে জোর

প্রথম পাতার পরে
প্রসারের জন্য একটি দশকব্যাপী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।
প্রতিনিধিরা বিচারব্যবস্থায় ভারতীয় ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধির ওপরে জোর দিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ২০১১-এর জনগণনা তথ্য অনুযায়ী, ৯৯টি এমন আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, যা কেবলমাত্র তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জনগণই ব্যবহার করেন।
এইসব আঞ্চলিক ভাষায়, আইনি শিক্ষার প্রসার পেলে, উপকৃত হবেন জনজাতি সম্প্রদায়ের এক বিপুল সংখ্যক মানুষ।
কেন্দ্রের দাবি, ইংরেজিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে ব্যবহার করলেও ধাপে ধাপে বহুভাষিক আইনি শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
এতে সাধারণ মানুষের আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, মাতৃভাষায় আইনি শিক্ষা ও পরামর্শ সহজলভ্য হবে, আইনি সহায়তা আরও কার্যকর হবে এবং বিশেষ করে জেলা ও অধস্তন আদালতে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি আরও সহজ হবে।
শুচিকর্মী-সহ সমাজের প্রান্তিক ও ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত মানুষের জন্যও এই উদ্যোগ তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
সম্মেলনে অনুবাদ প্রযুক্তি, ডিজিটাল আইনি সংগ্রহশালা, মানসম্মত আইনি পরিভাষার অভিধান ও প্রযুক্তিনির্ভর ভাষা-সহায়ক ব্যবস্থার ব্যবহারের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
তবে আইন ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তির যথাযথ যাচাই নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।
পাশাপাশি আইনি শিক্ষায় ভারতীয় ভাষার প্রসারে একটি জাতীয় ঘোষণা এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আইন বিষয়ক বিভাগ ও বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার যৌথ নেতৃত্বে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, ২০২৩ সালে চালু হওয়া ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর মেকানাইজড স্যানিটেশন ইকোসিস্টেম প্রকল্পের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৪ জুলাই কলকাতায় তৃতীয় ‘নমস্তে দিবস’ পালিত হবে।
মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ‘দিব্য কলা মেলা’র আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমারের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন বলে জানানো হয়েছে।
এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিষায়ক, প্রশাসনিক আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং ন্যাশনাল সাফাই কর্মচারী ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।
দেশজুড়ে বিভিন্ন নগর স্থানীয় সংস্থা নমস্তে দিবস উপলক্ষে শুচিকর্মীদের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, সরকারি সুবিধার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ, যান্ত্রিক স্যানিটেশন সরঞ্জাম ও নিরাপত্তা উপকরণের প্রদশনী এবং তাঁদের অরদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনার আয়োজন করবে।
নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারকর্মী, বর্জ্য সংগ্রহকারী এবং প্রাক্তন ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারদের নিরাপত্তা, মর্যাদা, দক্ষতা উন্নয়ন ও সাংবিধানিক ভাবে জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।
কেন্দ্রের মতে, ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ কেবল আইনের বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তা বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রত্যেক নাগরিক—বিশেষত শুচিকর্মীদের মতো ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষের—নিজস্ব ভাষায় আইন জানার, নিজের অধিকার বোঝার এবং বিচারব্যবস্থার দরজায় সহজে পৌঁছানোর সুযোগ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
সেই লক্ষ্যেই বহুভাষিক আইনি শিক্ষা এবং নমস্তে প্রকল্প পরস্পর পরিপূরক উদ্যোগ হিসেবে কাজ করবে।
ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ, যান্ত্রিক স্যানিটেশন, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমান ন্যায়বিচারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় সংবিধান তুলে ধরেছে, এই দুই উদ্যোগ তারই বাস্তব প্রতিফলন।

ভুলস্বীকার

আজকে যাদের খেলা শীর্ষক অংশটি আজকের বদলে গতকাল বেরিয়েছে।

এই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিবহনে ব্রিক্স নীতি

১১ জুলাই : টেকসই, স্থিতিশীল ও ভবিষ্যৎমুখী পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার আহ্বান জানানেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরি। ভারতের সভাপতিত্বে নাগপুরে আয়োজিত তৃতীয় ব্রিকস পরিবহণ মন্ত্রীদের বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, উদ্ভাবন, অংশীদারিত্ব এবং যৌথ দায়িত্ববোধের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবহণ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্মাণে ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ‘স্থিতিশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও টেকসই উন্নয়ন’—এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্ব পরিচালিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন গডকরি। তিনি বলেন, ‘বসুঁধৈব কুটুম্বকম’ বা ‘পৃথিবী এক পরিবার’-এর দর্শন থেকেই ভারত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী ব্রিকস দেশগুলি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। ভারতের দ্রুত অবকাঠামোগত অগ্রগতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে ভারতের। দিল্লি–দেহরাদুন অর্থনৈতিক করিডর, সোনমার্গ টানেল এবং ১০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলেছে। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। রেলক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রায় সম্পূর্ণ ব্রডগেজ রেলপথ বিদ্যুতায়ন, বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবার সম্প্রসারণ, মুম্বই–আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্প এবং নতুন পান্থন সেতুর মতো প্রকল্পগুলিকে তিনি আধুনিক ভারতের সাফল্যের প্রতীক বলে বর্ণনা করেন। সামুদ্রিক পরিবহণের ক্ষেত্রে ‘মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭’, ‘ই-নাবিক’ ও ‘ই-সমুদ্র’-এর মতো ডিজিটাল উদ্যোগ এবং ‘গ্রিন শিপিং’ প্রকল্পের উল্লেখ করে গডকরি বলেন, এগুলি দেশের বন্দর ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করছে। টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়ে তিনি বৈদ্যুতিক বাস, ‘গ্রিন আরবান মোবিলিটি স্কিম’ এবং আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ প্রকল্প ‘উড়ান’-এর সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান বহু-মাত্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে নতুন গতি এনেছে এবং পরিবহণ ব্যয় কমাতে সাহায্য করেছে। সড়ক নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণকে পরিবহণ নীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে গডকরি জানান, দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা প্রকল্প ‘পিএম-রাহত’ চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি রাস্তা নির্মাণে প্লাস্টিক বর্জ্য, পৌর বর্জ্য, ফ্লাই অ্যাশ, স্টিল স্ল্যাগ, বাঁশের ব্যারিয়ার এবং পরিত্যক্ত টায়ারের মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রিকস দেশগুলির সামনে অবকাঠামো অর্থায়ন, যানজট, দূষণ, সড়ক নিরাপত্তা এবং শেষ মাইল সংযোগের মতো একাধিক অভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই সমস্যাগুলির সমাধানে জ্ঞান বিনিময়, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সবুজ হাইড্রোজেন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণার আহ্বান জানান তিনি।

ডানকুনিতে লাক্সের ফ্যাক্টরি

১১ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে নতুন মাইলফলক গড়তে হুগলির ডানকুনিতে নিজেদের সমন্বিত উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যাপক সম্প্রসারণের পথে হাঁটছে লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রায় ৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের শিলান্যাসে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই বিনিয়োগের মধ্যে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা নতুন মূলধনী ব্যয় হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের ফলে কারখানা চত্বরে আরও প্রায় ১২ লক্ষ বর্গফুট উৎপাদন ও আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বর্তমান বছরে প্রায় ১২ কোটি পোশাক উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে এই কারখানার। নতুন প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে উৎপাদন ক্ষমতা আরও ১৮ থেকে ২০ কোটি ইউনিট বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রসারণের পরে ডানকুনির এই কেন্দ্রের মোট নির্মিত এলাকা প্রায় ২০ লক্ষ বর্গফুটে পৌঁছবে, যাতে এই কারখানাটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হবে। তবে লার্ড স্কেল ইন্ডাস্ট্রির খবর সামনে আসতেই আশায় বুক বাঁধছেন স্কিল ডেভেলপমেন্টের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট, ‘উৎকর্ষ বাংলা’-র পুরোনো শিক্ষার্থীরা। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় যুবক-যুবতীর স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে জোর দেন। এই প্রজেক্টের বাস্তবায়নে শুরু হয়, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কমিশন বা এনএসডিসি। দেশের প্রতিটি রাজ্যে মূলতঃ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চালু হয়। প্রধানমন্ত্রী কৌশল্য বিকাশ যোজনা বা পিএমকেভিওয়াই ও দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীন কৌশল্য যোজনা বা ডিডিইউজিকেওয়াই। এই দুই প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই গোটা দেশজুড়ে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে শুরু হয় পিবিএসএসডি বা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের যাত্রা। এই প্রকল্পের আওতায়, ২০২৬ সাল পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বা বস্ত্র উৎপাদন ভিত্তিক কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে লার্ড স্কেল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের খবর পেতেই আশায় বুক বাঁধছেন অনেক শিক্ষার্থী। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনেকেই ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রি স্তরে কীভাবে কাজ হয়, তার সম্পর্কে খোঁজখবর করতে শুরু করেছেন। নয়া উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধনে রাজ্যে প্রায় ৩,০০০ জনের প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৬,০০০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করছে ওয়াকিবহাল মহল। শিল্পমহলের মতে, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গের পোশাক শিল্পে এত বড় বিনিয়োগ শুধু উৎপাদন বাড়াবে না, বরং পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র ও গার্মেন্টস উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করবে।



শমিত দত্তের স্কেচ

(আগামী সংখ্যায়)

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কান্দীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, ওল্ড মালদা রোড, মালদা— ৭৩২১৪২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল– kashmiradas20@gmail.com

এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।